প্রথম আলো

তারিখ 14 JUL 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

এমসি কলেজের সেই ছাত্রাবাসে এবার ভাংচুর ছাত্রলীগের

■ সিলেট ব্যুরো

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারিচাঁদ কলেজ (এমসি কলেজ) ছাত্রাবাসে ভাংচুর করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে স্থানীয় ছাত্রলীগের আজাদ-রণজিৎ গ্রুপের অনুসারী ৩০-৩৫ জন নেতাকর্মী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছাত্রাবাসটিতে হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এতে ছাত্রাবাসের পাঁচটি ব্লকের অন্তত ৪০-৪৫টি কক্ষের দরজা-জানালা ভাংচুর করা হয়; কয়েকটি কক্ষে লুটপাটও হয়। এ পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্রাবাস বন্ধ করেছে। ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি হয়েছে। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

এমসি কলেজের সেই ছাত্রাবাসে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সাত কার্যদিবসের মধ্যে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দিতে হবে। এদিকে ছাত্রাবাস বন্ধের পর বাড়ি ফেরার পথে ছাত্রলীগ কর্মী সুমনকে মারধর করার সময় ছয় ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করে জালালাবাদ থানা পুলিশের কাছে দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল দুপুরে সিলেট শহরতলির কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে তাদের আটক করা হয়। গতকাল রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। জালালাবাদ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'আটককৃতরা ছাত্রলীগ কর্মী কি-না জানি না। হামলার শিকার সুমন অভিযোগ দিলে মামলা নেওয়া হবে।' কলেজের অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র জানান, জরুরি বৈঠক করে বৃহস্পতিবার (গতকাল) সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই ছাত্রদের ছাত্রাবাস ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈঠকে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুসকে প্রধান করে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পরে এ হামলার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে নগরীর টিলাগড় পয়েন্টের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। তারা দোষীদের বিচার দাবি করে। উল্লেখ্য, এ ঘটনার পাঁচ বছর পাঁচ দিন আগে শিবির প্রতিহত করতে গিয়ে ২০১২ সালের ৮ জুলাই ছাত্রলীগ এ ছাত্রাবাসের তিনটি ব্লক আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ছাত্রাবাসের ছয়টি ব্লকের মধ্যে পাঁচটিতে হামলা চালিয়ে দরজা-জানালা ভাংচুর করা হয়। এর মধ্যে প্রথম ব্লকে আটটি, দ্বিতীয় ব্লকে একটি, চতুর্থ ব্লকে ১৫টি (এখানে মোট কক্ষসংখ্যাও ১৫), পঞ্চম ব্লকে ১৪টি এবং শ্রীকান্ত ব্লকের পাঁচটি কক্ষে হামলা-ভাংচুর চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্রলীগ নেতা টিটু চৌধুরীর নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ হামলা চালায়। ছাত্রাবাসের সাধারণ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, এ সময় তারা এক রাউন্ড গুলির শব্দ শুনেছেন। তাদের কয়েকজন মূল্যবান মালপত্র লুটপাটের অভিযোগও করেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভাংচুর করা কক্ষগুলোতে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক স্কুলবিষয়ক সম্পাদক হোসাইন আহমদের অনুসারীরা থাকতেন। ছাত্রাবাসে প্রভাব বিস্তার করতে কলেজের ছাত্রলীগ নেতা টিটু চৌধুরীর সঙ্গে হোসাইন আহমদের অনুসারীদের কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। এর আগে বুধবার রাতে দু'পক্ষের মধ্যে নগরীর টিলাগড় এলাকায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। শিবিরের কর্মীদের ছাত্রলীগে অন্তর্ভুক্ত করায় ওই দিন দুই গ্রুপের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে ওই রাতে হোসাইন আহমদের অনুসারীরা এমসি কলেজ ছাত্রাবাস থেকে টিটুর অনুসারীদের মেরে বের করে দেয় এবং তাদের কক্ষও ভাংচুর করে। ছাত্রলীগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক টিলাগড়ের কয়েকজন নেতাকর্মী সমকালকে জানান, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে টিটু গ্রুপের নেতাকর্মীরা ছাত্রাবাসে পাল্টা হামলা চালায়।

বিবদমান দু'পক্ষই মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সিটি কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ এবং জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রণজিৎ সরকারের অনুসারী। তবে আজাদুর রহমান ও রণজিৎ সরকার উভয়েই ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছেন। এ ঘটনাকে 'ন্যক্কারজনক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাহরিয়ার আলম সামাদ।

আটক ছয়জন : আটক ছয়জন হচ্ছেন– সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের জাউয়া এলাকার কাউসার, তাহিরপুরের রতনশ্রী গ্রামের শাওন, কালীজুড়ি রামনগরের সোহাগ মিয়া, সুনামগঞ্জ সদরের অচিন্ত্যপুরের রাফিজুল ইসলাম, জগন্নাথপুরের কাজীপুর গ্রামের নিউটন চৌধুরী ও রাজনগর উপজেলার উত্তরভাগ গ্রামের সৌরভ আচার্য্য।